রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

১। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্,

২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

২। ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড, এলাহাবাদ।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্,
২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

২। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড়, এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড হইতে
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্‌সন্‌ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

ছোটরে কখনো ছোট নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ই মে ১৯১৬
তোসা-মারু-জাহাজ
বঙ্গসাগর

বলাকা

১
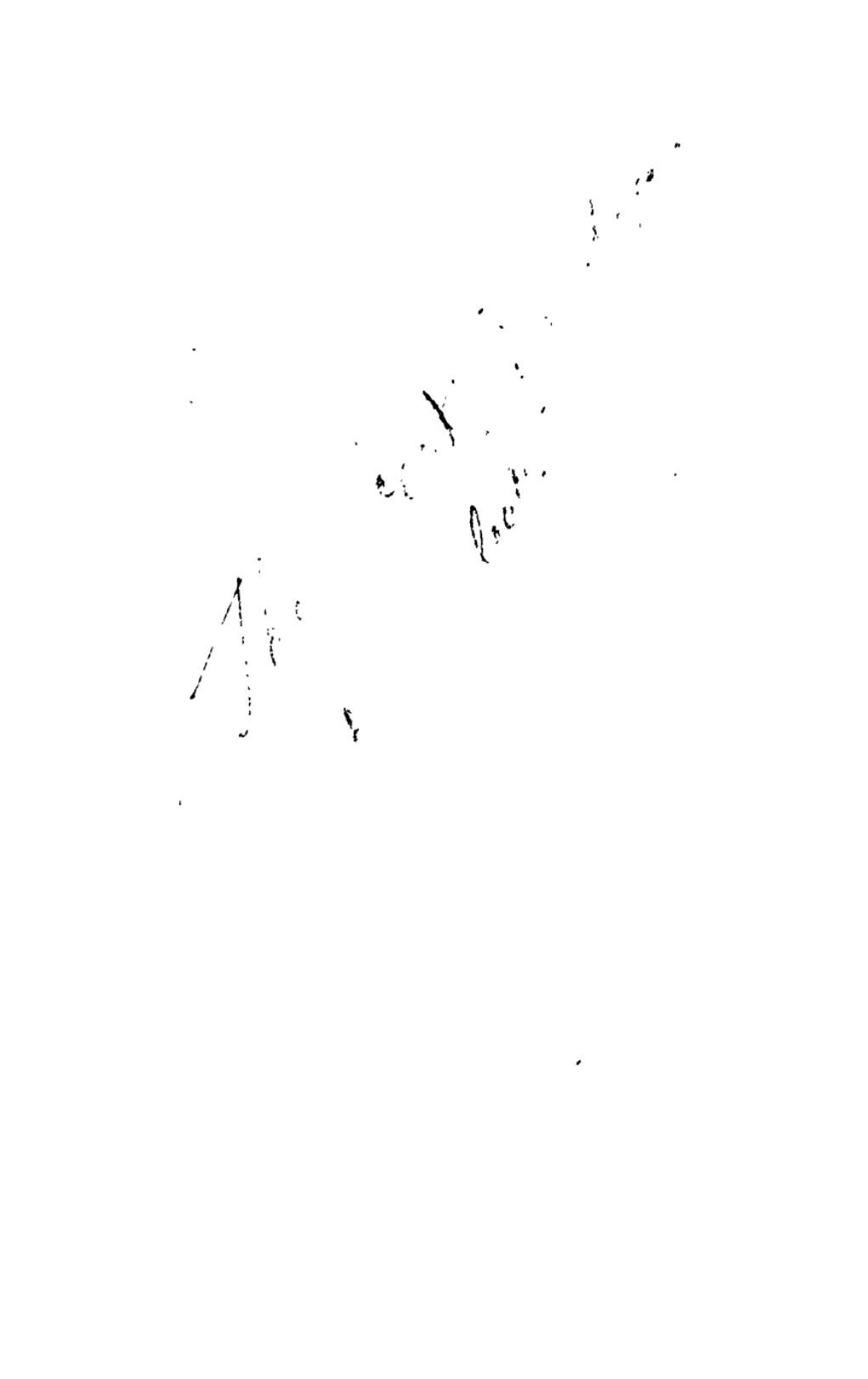
ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে!
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে'
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা!
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা!

খাঁচাখানা দুল্‌চে মৃদু হাওয়ায়।
আর ত কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।

ঐ যে প্রবীন, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায় !
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ !
দেখে না যে বান ডেকেচে
জোয়ার জলে উঠ্‌চে প্রবল ঢেউ ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা ।
হঠাৎ আলো দেখ্‌বে যখন
ভাব্‌বে এ কি বিষম কাণ্ডখানা !

সংঘাতে তোর উঠ্‌বে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আস্‌বে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগ্‌বে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়!
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা।

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'!
ঝড়ের মাতন! বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা-বাছা!
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা!

আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে!
বিবাগী কর অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।

আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা’!
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা!

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী!
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার্ দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস্ ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলায় বকুল মাল্যগাছা,
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা!

১৫ই বৈশাখ ১৩২১

২

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !
বেদনায় যে বান ডেকেচে
রোদনে যায় ভেসে গো !
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠ্‌চে অট্ট হেসে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো ।

জীবন এবার মাত্‌ল মরণ-বিহারে !
এই বেলা নে বরণ করে'
সব দিয়ে তোর ইহারে !
চাহিস্‌নে আর আগু-পিছু,
রাখিস্‌নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্ মাথা নীচু
সিক্ত আকুল কেশে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো ।

পথটাকে আজ আপন করে' নিয়ো রে !
গৃহ আঁধার হ'ল, প্রদীপ
নিব্‌ল শয়ন-শিয়রে ।

ঝড় এসে তোর ঘর ভরেচে,
এবার যে তোর ভিত নড়েচে,
শুনিস্ নি কি ডাক পড়েচে
নিরুদ্দেশের দেশে গো!
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস্‌নে!
ঢাকিস্ নে মুখ ভয়ে ভয়ে
কোণে আঁচল মেলিস্ নে!
কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
বাহির পানে ছোট্ না, সকল
দুঃখ-সুখের শেষে গো!
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো!

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুট্‌বে না?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠ্‌বে না?

এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো!
ঐ বুঝি তোর এল সর্ব্বনেশে গো।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

৩

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধ্‌বে ?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদ্‌বে তা'রা কাঁদ্‌বে।
ছিঁড়্‌ব বাধা রক্ত পায়ে,
চল্‌ব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েচে
বাজিয়ে আপন তূর্য্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েচে
মধ্যদিনের সূর্য্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেচি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।

সাগর গিরি কর্‌বরে জয়
যাব তাদের লঙ্ঘি'।
একলা পথে করিনে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপ্‌নি মেতে
আছে ওরা গণ্ডী পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধ্‌বে ওদের বাধ্‌বে!
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।

জাগবে ঈশান, বাজ্‌বে বিষাণ
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
ঘুচ্‌বে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন করে'
অমৃতরস আন্‌ব হরে',
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে'
মরণ-সাধন সাধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

৪

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে',
　　　　কেমন করে' সইব ?
বাতাস আলো গেল মরে'
　　　　এ কি রে দুর্দ্দৈব !
লড়্‌বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চল্‌বি যারা চল্‌রে ধেয়ে,
　　　　আয় না রে নিঃশঙ্ক।
ধূলায় পড়ে' রইল চেয়ে
　　　　ঐ যে অভয় শঙ্খ !

চলেছিলেম পূজার ঘরে
　　　　সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
　　　　কোথায় শান্তি-স্বর্গ।

এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথ্‌ব রক্ত-জবার মালা?
হায় রজনীগন্ধা!
ভেবেছিলাম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
ল'ব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাক্‌ল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ!

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ!
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।

নিশার বক্ষ বিদার করে'
উদ্বোধনে গগন ভরে'
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও না আতঙ্ক !
দুই হাতে আজ তুল্‌ব ধরে'
তোমার জয়শঙ্খ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারাসম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আস্‌বে পাশে,
কাঁদ্‌বে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপ্‌বে ত্রাসে
সুপ্তির পালঙ্ক।
বাজ্‌বে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম্ চেয়ে
পেলুম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।

ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল র'ব,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজ্‌বে জয়ডঙ্ক।
দেবো সকল শক্তি, ল'ব
অভয় তব শঙ্খ!

১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

৫

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহনরাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েচে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালী-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্চ্ছি' পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল ক্ষেপেচে, না পায় তা'রা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দ্দিনে ভাব্‌ল মনে কি সে
কূল-ছাড়া মোর নেয়ে?

এমন রাতে উদাস হ'য়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে?
শাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেক্‌বে এসে কে জানে তা'র পাতি,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আস্‌বে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েচে পথ চেয়ে?
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা

বিবাগী মোর নেয়ে ?

নাহি জানি পূর্ণ করে' কোন রতনের বোঝা

আস্‌চে তরী বেয়ে ?

নহে নহে, নাইক মাণিক, নাই রতনের ভার,

একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,

সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার

আনমনে গান গেয়ে।

কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার

নবীন আমার নেয়ে ?

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে

বাহির হ'ল নেয়ে ?

তা'রি লাগি' পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে

আস্‌চে তরী বেয়ে।

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,

ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তা'র বাতাস চলে হাঁকি,'

দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপ্‌চে থাকি' থাকি'

ছায়াতে ঘর ছেয়ে।

তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি'

ঐ যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরী হ'য়ে গেচে বাহির হ'ল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয়নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে
আস্‌তে তরী বেয়ে।
বাজ্‌বেনাকো তুরী ভেরী, জান্‌বেনাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হ'বে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে।
নীরবে তা'র চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আস্‌বে নেয়ে॥

৫ই ভাদ্র ১৩২১
কলিকাতা

৬

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা ?
—ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে' আছে ভিড়
আকাশের নীড় ;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মত সত্য নও ?
হায় ছবি তুমি শুধু ছবি ?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও ?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন !
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হ'তে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে ?
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি'
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;

বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি'
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে
অঙ্গে তা'র পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায় ;—
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি,—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি !

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে যে আজ হ'ল কত কাল !
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে !

মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি' রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই ত ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি'।
তা'র পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেচি সম্মুখে।
চলেচে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে ;
পথের দু'ধারে
চলেচে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হ'তে দূরে,
মেতেচি পথের প্রেমে।

তুমি পথ হ'তে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি!

কি প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি!
কে বলে রয়েচ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তা'র সোনার লিখন।
তোমার চিকণ
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হ'তে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত

মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হ'ত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েচ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল ?
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতামাঝে ভরি' দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে ত ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি' রক্তে মোর দিয়েচে যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েচ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েচে তা'র অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি !

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তা'র পরে হারায়েছি রাতে।
তা'র পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

৩রা কার্ত্তিক ১৩২১
এলাহাবাদ

৭

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর সা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক্ আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই !
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে' দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময় !

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তা'র কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,

অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগযুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে ;

তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলিপরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্কণ
ভগ্নপ্রাসাদের কোণে
মরে' গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা-গড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই ?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার ?

অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেচে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির ?
সমাধিমন্দির
এই ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধূলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিচে তাহারে।*
তা'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে
জীবনউৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে।

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেচে তব পায়ে,
দিয়েচ তা, ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।
তুমি চলে' গেচ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেচে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই!

প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্রপর্ব্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।
তাই
'স্মৃতিভারে আমি পড়ে' আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩২১
এলাহাবাদ

৮

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মত।
হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেচ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেম তা'র নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া !
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে

ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারম্বার ঝরে' ঝরে' পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হ'তে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'
পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি',
তখনি চমকি'
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্ম্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেচে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেচি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েচি হাতে
এসেচি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে,
গান হ'তে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েচে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে!
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

৩রা পৌষ, ১৩২১
এলাহাবাদ

৯

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ ?
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ ?
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি'
ধরণীর আনন্দ-মঞ্জরী ;
তাই ত তোমারে ঘিরি' বহে বারোমাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস ;
মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েচে যত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তা'রা আজিও জাগিছে অফুরান,
হে পাষাণ, অমর পাষাণ !

বিদীর্ণ হৃদয় হ'তে বাহিরে আনিল বহি'
সে রাজ-বিরহী
বিরহের রত্নখানি ;
দিল আনি'
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।

নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেচে তা'রে দশদিক্ ।
আকাশ তাহার পরে
যত্নভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন ;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তশোভা
দেয় তা'রে প্রভাত অরুণ,
বিরহের ম্লানহাসে
পাণ্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তা'রে করিছে করুণ ।

সম্রাটমহিষী
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্য্যে হয়েচে মহীয়সী ।
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেচে বেড়ে
সর্ব্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে ।
অঙ্গ ধরি' সে অনঙ্গ-স্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি ।

রাজ-অন্তঃপুর হ'তে আনিলে বাহিরে
গৌরবমুকুট তব,—পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েচে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হ'তে দীনের কুটীরে ;—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

সম্রাটের মন,
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্ত্তি হ'তে করিয়াছে বিদায় গ্রহণ।
আজ সর্ব্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ-সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

৫ই পৌষ, ১৩২১
এলাহাবাদ

১০

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কি তোমারে দিব দান ?
প্রভাতের গান ?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির পরে ;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কি চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে ?
কি তোমারে দিব আনি' ?
সন্ধ্যাদীপখানি ?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কি মোর শক্তি আছে তোমারে যে দিব উপহার ?
হোক্ ফুল, হোক্ না গলার হার
তা'র ভার
কেনই বা সবে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তা'রা ম্লান ছিন্ন হবে !
নিজ হ'তে তব হাতে যাহা দিব তুলি'
তা'রে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি',—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হ'য়ে যাবে ধূলি।

তা'র চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপনগন্ধে পুলকে চমকি'
দাঁড়াবে থমকি,
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,

দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হ'তে খসা
একটি রঙীন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই ত তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে ত শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে' যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হ'তে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই ত তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক্ ফুল হোক্ তাহা গান।

১০ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১১

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কা'রা সবে ধূলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায় !
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার !—
তা'র পরে দেখি,
এ কি,
খোলা তব বিচারঘরের দ্বার,—
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের পরে ;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা

তাদের মত্ততাপানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধূলা দিয়ে যারা চলে' যায় !
হে সুন্দর,
তোমার বিচারঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গ-গুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব-বীজনে।

প্রেমিক আমার,
তা'রা যে নির্দ্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্ব্বার
লুকায়ে ফেরে যে তা'রা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্ব্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে ;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধর, প্রেমিক আমার,

কর গো বিচার !
তা'র পরে দেখি
এ কি,
কোথা তব বিচার-আগার ?
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা পরে ;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবক্ষে করি' লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার-আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনামাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তা'রা, মুগ্ধ তা'রা, হ'য়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সঙ্গোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।

চোরা-ধন দুর্ব্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার,—
এদের মার্জ্জনা কর, হে রুদ্র আমার!
চেয়ে দেখি মার্জ্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে;
সেই ঝড়ে
ধূলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হ'য়ে
সে বাতাসে কোথা যায় ব'য়ে?
হে রুদ্র আমার,
মার্জ্জনা তোমার
গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

১২ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১২

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
সুখে দুঃখে উঠে নেবে
বাড়ায়েছি হাত
দিন রাত ;
কেবল ভেবেছি, দেবে, দেবে,
আরো কিছু দেবে।

দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে ;
কভু পলে পলে তিলে তিলে,
কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে।
নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
জালের মতন ;
দানের রতন
লাগিয়েছি ধূলার খেলায়
অযত্নে হেলায়,

আলস্যের ভরে
ফেলে গেচি ভাঙা খেলাঘরে।
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে,
তোমার দানের পাত্রে নিত্য ভরে' উঠিছে নিখিলে।

অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার
আজি আর
পারি না বহিতে।
পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায় ;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পূরাইবে কবে ?

শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধূলায় ফেলিয়া টানি',—
সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় পরে'
লবে মোরে লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হ'তে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্ম্মল আলোতে।

১৩ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন।

৩১

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আসি' বসন্তের মাতাল বাতাস ;
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশির-মন্থর।

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে'
পত্র তা'র পাঠায়েচে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেচে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।

বিরহী তোমার লাগি'
আছি জাগি'
দক্ষিণ বাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি' চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
কত মধু মধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।—

লিখেচে সে—
এস এস চলে' এস বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হ'য়ে এস পার।
ফেলে এস ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে' পড়ে ফোটা ফুল, খসে' পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

২৩শে পৌষ, ১৩২১
স্রুল

১৪

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে

সেই মত আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্ত-কাননে
কোনো এক কোণে
এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি'—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

২৬শে পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১৫

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেচে সেথা আপনারে করেনি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে
বাসা নাই, নাইক সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইক নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূলে ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

২৭শে পৌষ, ১৩২১
সুরুল

১৬

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি' ;
ধূলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে ;
আকাশে শিশুর মত অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি'
তাদের খেলায় হ'তে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল ;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি'
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি'
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি',—
সেই ত নগরী।
এ ত শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
খোঁজে তা'রা আমার বাণীরে
লোকালয়-তীরে-তীরে।
আলোক-তীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি',
দেয় পাড়ি
অদৃশ্যের অন্ধ মরু, ব্যগ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে,
আকারের অসহ্য পিয়াসে।

কি জানি কে তা'রা কবে
কোথা পার হবে

যুগান্তরে,
দূর সৃষ্টি পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব্ব আলোতে।
আজ তা'রা কোথা হ'তে
মেলেছিল ডানা
সেদিন তা রহিবে অজানা।
অকস্মাৎ পাবে তা'রে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি,
গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্ম্যচূড়ে,
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই
তা'র তরে কোথা রচে ঠাঁই
অরচিত দূর যজ্ঞভূমে ?
কামানের ধূমে
কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তা'র নাম !

২৭শে পৌষ, ১৩২১
সুরুল

১৭

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তা'র সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তা'র শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে ;
কি যে হ'ল কানাকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুগ্ধচক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েচে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন র'বে গাঁথা হ'য়ে।

২৮শে পৌষ, ১৩২১
সুরুল

১৮

যতক্ষণ স্থির হ'য়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত কিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন;
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে পক্ককেশে।

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হ'তে থাকে ক্ষয়।

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে ?
আমি ত মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
র'বনা ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি ত বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্দ্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন !

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

২৯শে পৌষ, ১৩২১
স্রুরুল

১৯

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েচি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেচে ভেসে ;
অবশেষে
এক হ'য়ে গেচে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী ক'বে না তা'র রহস্যবারতা,
শেষ করে' যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে' চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তা'র আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হ'য়ে যেত কালো।

২৯শে পৌষ, ১৩২১
সুরুল

২০

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি'
　　এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে আজি
　　পারের তরী থাকুক্ ভাসিতে।

যাবার হাওয়া ঐ যে উঠেচে,—ওগো
　　ঐ যে উঠেচে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
　　ঘুম যে ছুটেচে।

হৃদয় আমার উঠ্‌চে দুলে দুলে
　　অকূল জলের অট্টহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
　　এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
　　বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
　　পারের তরী থাক্ না ভাসিতে।

কোনো কালে হয়নি যারে দেখা—ওগো
তারি বিরহে
এমন করে' ডাক দিয়েচে,
ঘরে কে রহে ?

বাসার আশা গিয়েচে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েচি আকাশরাশিতে ;
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

২৯শে পৌষ, ১৩২১
রেলগাড়ি

২১

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর ?
　　এখনো শীত হয়নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
　　সবাই মিলে গেয়ে উঠিস্ গান ?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল ?

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
　　ভাব্‌লিনি ত সময় অসময়।
শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
　　গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
সবার আগে উচ্চে হেসে ঠেলাঠেলি করে'
উঠ্‌লি ফুটে রাশি রাশি পড়লি ঝরে' ঝরে'।

বসন্ত সে আস্‌বে যে ফাল্গুনে
　　দখিন হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি',
তাহার লাগি রইলিনে দিন গুণে'
　　আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি !
রাত না হ'তে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে ?
[illegible]

বলাকা

ওরে ক্ষ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা,

দূর হ'তে তা'র পায়ের শব্দে মেতে

সেই অতিথির ঢাক্‌তে পথের ধূলা

তোরা আপন মরণ দিলি পেতে'।

না দেখে না শুনেই তোদের পড়্‌ল বাঁধন খসে',

চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলিনে আর বসে'।

৮ই মাঘ, ১৩২১

কলিকাতা

২২

যখন আমায় হাতে ধরে'
আদর করে'
ডাক্‌লে তুমি আপন পাশে,
রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হ'তে অসাবধানে কিছু হারাই,
চল্‌তে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছামতে
কোনোদিকে এক পা পাড়াই
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই!

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠ্‌ল বাজি'
অনাদরের কঠিন ঘায়ে
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হ'ল ছুটি,
ভাঙ্‌ল আমার মানের খুঁটি,
খস্‌ল বেড়ি হাতে পায়ে;
এই যে এবার
দেবার নেবার

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েচে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কেরে থামায় ?
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তিমদে কর্‌ল মাতাল !
খসে'-পড়া তারার সাথে
নিশীত রাতে
ঝাঁপ দিয়েচি অতল পানে
মরণ-টানে।

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া,
ঝড় তাহারে দিল তাড়া ;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণ-কিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্র-মাণিক দুলিয়ে নিল গলার হারে ;
একলা আপন তেজে
ছুট্‌ল সে যে
অনাদরের মুক্তি-পথের পরে
তোমার চরণ-ধূলায় রঙীন্ চরম সমাদরে।

গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে

তোমার আদর যখন ঢাকে,

জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,

তখন তোমায় নাহি জানি।

আঘাত হানি'

তোমারি আচ্ছাদন হ'তে যেদিন দূরে ফেলাও টানি'

সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি',

দেখি বদনখানি।

১৯এ মাঘ, ১৩২১

শিলাইদা

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
একজনা, উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি',
দু'হাতে ছড়ায় তা'রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়;

হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

২০এ মাঘ, ১২৩১
পদ্মাতীর

২৪

স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই ?
তা'র ঠিক ঠিকানা নাই !
তা'র আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ,
ওরে নাইরে তাহার দেশ,
ওরে, নাইরে তাহার দিশা,
ওরে নাইরে দিবস, নাইরে তাহার নিশা।

ফিরেচি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেচি আজ মাটির পরে ধূলা-মাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্য নবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে।

আমার গানে স্বর্গ আজি
ওঠে বাজি,
আমার প্রাণে ঠিকানা তা'র পায়,
আকাশভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজ্‌ল যে তাই শঙ্খ,
সপ্ত সাগর বাজায় বিজয়-ডঙ্ক ;
তাই ফুটেচে ফুল,
বনের পাতায় ঝর্‌না-ধারায় তাইরে হুলুস্থূল।
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে !

২০এ মাঘ, ১৩২১
শিলাইদা

২৫

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
ল'য়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জ্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্চ্ছিত হ'য়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

২০এ মাঘ, ১৩২১
পদ্মাতীর

২৬

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুট্‌ল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়-ব্যথার মত ;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠ্‌ল কেবল মর্ম্মর-কল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আস্‌বে আমার রূপের আগুন ফাগুনদিনের কাল
দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙীন্‌ পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরণ ফুল ;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে ;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

২০এ মাঘ, ১৩২১
পদ্মাতীর

২৭

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেবো তা'রে ফাঁকি,
রাখ্‌ব দেনা বাকি।

যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
দিনে কাজের আড়ালাতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারি আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেচি, আমি তাহার নইক অজানা।
তাই জেনেচি, ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইক আমার ঠিকানা।
তাই ভেবেচি জীবনমরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেবো চরণে।
তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরি স্বত্বে
মিল্‌বে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে।

২২এ মাঘ, ১৩২১
পদ্মাতীর

২৮

পাখীরে দিয়েচ গান, গায় সেই গান,
তা'র বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েচ স্বর, আমি তা'র বেশি করি দ
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেচ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধন-বিহীন।
আমারে দিয়েচ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে' ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তা'রে মুক্তিতে বিলীন

পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখস্বপ্নরসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি'।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তা'রে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তা'রে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিন-শেষে মিলনের রাতে।

তুমি ত গড়েচ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েচ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।
আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও!
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হ'তে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তা'র বেশি ফিরে তুমি পাও!

২৪শে মাঘ, ১৩২১
পদ্মাতীর

২৯

যেদিন তুমি আপ্‌নি ছিলে একা
আপ্‌নাকে ত হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
এপার হ'তে ওপার বেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙ্‌ল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুট্‌ল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে'
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে' পেলে।

আমি এলেম, কাঁপ্‌ল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন মরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই ত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোম্‌টা পড়ে' রয়,—
দেখ্‌তে তোমায় বাধে বলে' পড়ে চোখের জল
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি তবু
আমায় দেখ্‌বে বলে' তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে ত এই সূর্য্যতারা সকলি নিষ্ফল॥

২৫শে মাঘ, ১৩২১

..পদ্মাতীর

৩০

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েচি সাঁতার গো,
এই দু'দিনের নদী হব পার গো।
তা'র পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা।
তা'র পরে তা'র খবর কি যে ধারিনে তা'র ধার গো,
তা'র পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
সেই ত বাধায় সেই ত মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে' বাঁধে,
অজানা সে সাম্‌নে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ
এক-নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি,
তা'র সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দ্দয়।
মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি বৃদ্ধ-জনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

ভাবিস্ বসে' যেদিন গেচে সেদিন কি আর ফিরবে ?
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে ?
ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না ;
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেচিস ! পিছন তোরে ঘিরবে,
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে !

ঘণ্টা যে ঐ বাজ্‌ল কবি, হোক্ রে সভাভঙ্গ !
জোয়ার-জলে উঠেচে তরঙ্গ !
এখনো সে দেখায় নি তা'র মুখ,
তাই ত দোলে বুক !
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন নবীনের রঙ্গ !

২৬শে মাঘ, ১৩২১
পদ্মাতীর

৩১

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই ত একে একে
যা কিছু ধন তোমার আছে আমার করে' লবে
এম্‌নি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্য্যোদয়।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপ্‌নি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।

২৭শে মাঘ, ১৩২১
পদ্মা

৩২

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মাণিকখানি পরেছিল চিকণ কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তা'রে
এই ত আমার বিনিসূতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্ম্মাল্য তোমার
আকাশ হ'য়ে পার ;
ঐযে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;
ঐ যে সে তা'র সোনার চেলি
দিল মেলি'
রাতের আঙিনায়
ঘুমে অলস কায় ;
ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ;

একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে ;
তোমার অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এম্‌নি করেই প্রভু
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি'
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি' !

২৭শে মাঘ
পদ্মা

৩৩

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুন্‌তে তুমি পাও,
খুসি হ'য়ে পথের পানে চাও।
খুসি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ-আভাসে।
খুসি তোমার ফাগুনবনে আকুল হ'য়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।
আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে
তোমার সাগর অধিক করে নাচে
দিনের পরে দিনে।

জীবন হ'তে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানসসরোবরে—
সূর্য্যতারা ভিড় করে' তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে' পাপ্‌ড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

২৭শে মাঘ, ১৩২১
পদ্মাতীর

৩০

আমার মনের জান্‌লাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকাল বেলার আলোয় আমি সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।
দেখ্‌তে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে-নাম ধরে'
সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকাল বেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দ্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকাল বেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হ'ল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেচে তান,
আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণ-মূলে
নেব আমি শিখে।
সকাল বেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে॥

২১এ চৈত্র, ১৩২১
সুরুল

৩৫

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় করে'
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে'
তাই ত আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানসসাগরজলে
কমল টলমল।
তাই ত আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল।

৭ই কার্ত্তিক, ১৩২২
শ্রীনগর

৩৬

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল,—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তা'র ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে' বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!"

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে

বলাকা

অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনেরাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে

কার্ত্তিক, ১৩২২
শ্রীনগর

৩৭

দূর হ'তে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জ্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হ'তে মুক্ত রক্তের কল্লোল!
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্চ্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন,—
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্র-তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেচে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,—
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,—
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

ত্বরাতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারিদিক হ'তে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়ি।

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর ?"
একথা শুধায় সবে
ভীত আর্ত্তরবে
ঘুম হ'তে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেচে আলো,—জানে না ত কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ,-
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী,—
"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"
বাহিরিয়া এল কা'রা ?   মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে-ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল;
"যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল,"
উঠেচে আদেশ,
"বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"

মৃত্যু ভেদ করি'
দুলিয়া চলেচে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় ত নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি'
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেচে আদেশ—
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।
অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ,—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি'
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেচে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,

যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হ'তে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত!
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত!
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হ'তে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ !
রাখ নিন্দাবাণী, রাখ আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে !

দুঃখেরে দেখেচি নিত্য, পাপেরে দেখেচি নানা ছলে ;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তা'রা সরে' যায়
জীবনেরে করে' যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখ তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ !
তা'র পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বল অকম্পিত বুকে,—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ !
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক !"

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে' যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিতে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩২২

৩৮

সর্ব্বদেহের ব্যাকুলতা কি বল্‌তে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখ্‌তে কি পায় কেউ?
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি'।

আপনাকে ত দিলেম তা'রে, তবু হাজার বার
নূতন করে' দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে, যতন-ভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে' দেয় যে তা'রে আনি'।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদন-ভরা শুধু চোখের গানে।
মিল্‌ব তখন বিশ্বমাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।
তখন আমার অঙ্গ ভরি' নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ,
রঙের নেশায় মেটে না তা'র আশ।
তাই ত বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী,
কখনো জাফ্‌রানী,
আজ তোরা দেখ্‌ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানী।

অকূলের এই বর্ণ, এ যে দিশাহারার নীল,
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইচে দূরের হাওয়া
সাগর পানে ধাওয়া।
আজ্‌কে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টি-ভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩২২
পদ্মা

৩৯

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন ; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি'
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসূর্য্য-বন্দনা-সঙ্গীতে।
তা'র পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি' শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে ;
নিয়েচ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হের যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি'।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২২
শিলাইদহ

৪০

এইক্ষণে

মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে
যে-তুমি রয়েচ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
সে তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হ'তে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সঙ্গীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয় বারেবারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছি কত দেখা
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা!
সেই-সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।

কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝঙ্কারি' উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তা'রে ঘিরেচে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।
তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

৭ই ফাল্গুন, ১৩২২
শিলাইদহ

৪৩

তোমারে কি বারবার করেছিনু অপমান ?
এসেছিলে গেয়ে গান
ভোর বেলা ;
ঘুম ভাঙাইলে বলে' মেরেছিনু ঢেলা
বাতায়ন হ'তে,
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে।
ক্ষুধিত দরিদ্রসম
মধ্যাহ্নে এসেচ দ্বারে মম।
ভেবেছিনু, "এ কি দায়,
কাজের ব্যাঘাত এ যে।" দূর হ'তে করেচি বিদায়

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
দুঃস্বপ্নের মত।
দস্যু বলে' শত্রু বলে' ঘরে দ্বার যত
দিনু রোধ করি'।
গেলে চলি', অন্ধকার উঠিল শিহরি।
এরি লাগি' এসেছিলে, হে বন্ধু অজানা ;—
তোমারে করিব মানা,
তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
তোমা-কাছে যত ধার সকলি ধারিব,

না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ।

তা'র পরে অর্দ্ধ রাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধূলাতে
মনে হবে আমি বড় একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।
এ দীর্ঘ জীবন ধরি'
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি'
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে
যাহারে দেখিনি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারিনি,
অর্দ্ধরাতে দেখা দিবে বারেবারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারেবারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারেবারে-ফিরে-আসা হ'য়ে।

৮ই ফাল্গুন, ১৩২২
শিলাইদা

৪৪

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে ?
দুঃখ-সুখের লীলা
ভাবিস্ একি রৈবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন-শিলা ?
চলেছিস্ রে চলাচলের পথে
কোন্ সারথির উধাও-মনোরথে ?
নিমেষ তরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ-ঢিলা।

শিশু হ'য়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরি বিষম দোলার দোলে
কাট্ল কেঁদে হেসে।
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা'
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা
আবার কবে কি সুর বাঁধা হবে
আজ্কে পালার শেষে!

চল্‌তে যাদের হবে চিরকালই
 নাইক তাদের ভার।
কোথা তাদের রৈবে থলি-থালি,
 কোথা বা সংসার ?
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া ;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
 চল্‌চে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর না চলার গান,
 বাজারে এক-তারা !
এই খুসিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
 নাইক কূল-কিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া
 গৃহ-বাঁধন-হারা।

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
 এবার করি শেষ ;
সন্ধ্যা হ'ল, ফুরিয়ে এল বেলা,
 বদল করি বেশ।

যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সাম্‌নে সে-ও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির নিরুদ্দেশ !

বঁধুর দিঠি মধুর হ'য়ে আছে
সেই অজানার দেশে !
প্রাণের ঢেউ সে এম্‌নি করেই নাচে
এম্‌নি ভালবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজ্‌বে গো এই সুরে
কোন্ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুট্‌বে আবার হেসে !

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলেম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরি'
নেব যে তা'র গান।

সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলি-বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোম্‌টা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তা'র বরণমালা-খানি
পরাল মোর শিরে!

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষ তরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে' একা
উদাস প্রান্তরে।
এম্‌নি করেই তা'র সে আসা-যাওয়া,
এম্‌নি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে'
মর্ম্মরে মর্ম্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তা'র এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।

তা'রে নিয়ে হ'ল না ঘর-বাঁধা,
পথে-পথেই নিত্য তা'রে সাধা,
এম্‌নি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা।

২৯শে ফাল্গুন, ১৩২২
শান্তিনিকেতন

৪৫

যৌবন রে, তুই কি র'বি সুখের খাঁচাতে ?
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে
পুচ্ছ নাচাতে।

তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া ;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবী-দাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারী ?
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারী।

মৃত্যু যে তা'র পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে ;
বসে' আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোম্‌টা টানি'।
সেই আবরণ দেখ্‌রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েচ কোন্ তানের সাধনে ?
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে ?
তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তা'র চিনায়,
তোমার বাণী জাগে প্রলয়-মেঘে
ঝড়ের ঝঙ্কারে ;
ঢেউয়ের পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডীতে ?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক করে'
অমর পুষ্প তব
আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্যনব।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধূলায় লুণ্ঠিত ?
আবর্জ্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানি-ভারে
রইবি কুণ্ঠিত ?

প্রভাত যে তা'র সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি',
আগুন আছে ঊর্দ্ধশিখা জ্বেলে
তোমার সে যে কবি।
সূর্য্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

৪ঠা চৈত্র, ১৩২২
শান্তিনিকেতন

৪৬

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী !
তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেচে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিকহারা অলক্ষ্মীর সহযাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর
হোক রে মদের পাত্র চূর!

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধর তার পাণি ;—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী
গেছে কেটে, যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি!

৯ই বৈশাখ, ১৩২৩
কলিকাতা